20

তারিখ ... 06 AUG 1997
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

দৈনিক বাংলা

মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিবেদন

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। তবে প্রতিবেদনের প্রকাশিত খণ্ডচিত্রও বিভিন্ন মহলের বিবেচনার দাবী রাখে॥

এ প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে যে, দেশে উচ্চশিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। দেশে ১১ সরকারী এবং ১৬ বেসরকারী মোট ২৭ বিশ্ববিদ্যালয়েরই একই অবস্থা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে উচ্চ শিক্ষাখাতে স্বল্পবরাদ্দ এবং শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা এই পরিস্থিতির জন্য মুখ্যত দায়ী। প্রতিবেদনে বলা হুয়েছে শিক্ষা বাজেটের মাত্র শতকরা ৩ দশমিক শূন্য ৬ ভাগ বরাদ্দ হয়েছে উচ্চ শিক্ষাখাতের জন্য। রাজস্ব খাতে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ টাকার মাত্র ৭ দশমিক ৭ ভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে শিক্ষাখাতের জন্য। ফলে অর্থাভাবে গবেষণাসহ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

এ প্রতিবেদনটি ১৯৯৬ সালের পরিস্থিতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে। বলা হয়েছে ১৯৯৬ সালে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৬ দিন, রাজশাহীতে ৩ মাস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ দিন এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫দিন ক্লাস হয়নি। আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়েছে ১৯৯৭ সালে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটতে পারে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, ঐ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৬৬;৪৫১ ছাত্র ছিল। শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৩,৮৮৮জন। অর্থাৎ প্রতি ১৭ জন ছাত্রের জন্য শিক্ষক বরাদ্দ ছিল ১ জন। প্রতিবেদনের মূল্যায়নে এ পরিস্থিতি উচ্চশিক্ষার অনুকূল নয়।

এ সুপারিশে ১৬ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কেও একই ধরনের মন্তব্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নেই, গ্রন্থাগার নেই, গবেষণার সুযোগ নেই এবং সেই অর্থে উচ্চশিক্ষার তেমন সুযোগ-সুবিধা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এ প্রতিবেদন নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তবে এব্যাপারে আমাদের একটি আবেদন হচ্ছে এধরনের কোন প্রতিবেদনের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থাৎ সবকিছু বিবেচনায় নিতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার কথা বললে হবে না। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার সঠিক মূল্যায়ন না হলে উচ্চশিক্ষায় তার প্রতিফলন পড়বেই।